এক চিলতে চাঁদনী

ডঃ মদনচন্দ্র করণ

বর্ষবরণ সংখ্যা ♦ ১৪২৯

এক চিলতে চাঁদনী

ডঃ মদনচন্দ্র করণ

বর্ষবরণ সংখ্যা - ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক - সবুজ স্বপ্ন

স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং কবির অনুমতি ছাড়া এই ই-বুক এর কোনো অংশেরই কোনোরূপ প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনোরূপ যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে যেমন - যেকোনো ধরনের গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক্স বা অনান্য যেকোনো মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না এবং এই ই-বুক এর কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে না।

এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বিনিময় মূল্য - ১০০ টাকা

উৎসর্গ

নমিতা দেবী গঙ্গোপাধ্যায় (শিক্ষিকা), সুমতি দেবী করণ, অধ্যাপিকা বনানী গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রলেখা করণ এবং বিশ্বের সকল কবিতাপ্রেমী নর-নারীগনকে-

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কবি ডঃ মদনচন্দ্র করণ - জার্মান, ফরাসি, মার্কিন, ব্রিটিশ, সৌদি, বাংলাদেশী এবং ভারতীয় নানা খ্যাতনামা পুরস্কারে ভূষিত। এমনকি বিশ্ব শান্তি দিবস হতে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ত্রিপুরা BSS Academy পুরস্কার প্রাপ্ত। সুতরাং তার লেখা নিশ্চয় কোনো মূল্যবান সাহিত্যের দিক উন্মোচিত করছে। অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা তিনি রচনা করেছেন। পেশায় একজন সনামধন্য অধ্যাপক। এই কবি - "সবুজ স্বপ্ন" (আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা) অনলাইন পত্রিকার একজন নিয়মিত কলম সঙ্গী। ইনি এই পত্রিকার একজন অন্যতম সম্পদ। সম্পাদক হিসাবে আমি কবির দীর্ঘায়ু ও তার লেখনীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। কবিতার ভালোমন্দ বিচার ও বিশ্লেষণ শুধুমাত্র পাঠকেরই।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
1.	জনমন	1
2.	অন্তর মাঝে	2
3.	এক চিলতে চাঁদনী ও পৌষের গান	3
4.	ন্যায়ের দাবী	4
5.	বন্ধু	5
6.	দিন দুপুরে	6
7.	স্বপ্ন মদিরা	7
8.	বিরহ সাগর	8
9.	যুগ যুগ ধরে..	9
10.	মুক্তো	10
11.	মেঘ ঘনশ্যাম	11
12.	গিরেন গড় গড়ি মাষ্টার	12
13.	ভালোবাসা	13
14.	ভাঙাচোরা	14
15.	ভালো বাসা আছে তাই	15
16.	শরীর ও মন	16
17.	অবেলার গান	17
18.	সন্দেশ	18
19.	সম্মুখে অথৈ প্রলয়	19
20.	মানভঞ্জন	20
21.	ভয় ও সুখ	21
22.	নিবেদনমিতি	22
23.	একদিনহয়তো	23
24.	দাগ	24

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

25.	এইতো জীবন	25
26.	I have been searching	26
27.	বাঁশি	27
28.	যতক্ষণশ্বাস	28
29.	বঙ্গ ভুমির প্রতি, ১৯৮৭	29
30.	বিষাদময়	30
31.	বড়োবাবুবন পাল	31
32.	মুক্তি	32
33.	তপ্ত মরু বুকের মাঝে	33
34.	লোনা জলের কাব্য	34
35.	সই তোকে	35
36.	ঢেউ	36
37.	A study of give and take premium's in the world	37
38.	রাবণ কুম্ভকর্ণ ছড়া	38
39.	অথ নীলপদ্ম কথা	39
40.	আবদাল	40
41.	ধম্ম যুদ্ধ	41
42.	একটি ছোট্ট ফুলের কাহিনি	42
43.	এক গৃহ হীনের স্বপ্ন	43
44.	চুপ চুপ নিশ্চুপ	44
45.	পরিযায়ী ছড়া	45
46.	সুন্দর বনের সেকাল একাল	46
47.	একদিন হয়তো	47

জনমন

হাজার বঞ্চনা দহন জ্বালা
শ্বাস-প্রশ্বাসময় ঘৃনার গন্ধ,
হঠাৎ করে হিতকারী হওয়া -
নিশ্চিত কারন সনির্বন্ধ।
ধর্মের ব্যবসা বেকারত্ব
দুর্যোগ লুন্ঠন দেশময়,
শান্তির পারাবত উড়াওনা -
তলোয়ার হাতে থাকো নির্ভয়।
নান ছলে নানা বেশে আসে
দুর্বার অসুরের জল্লাদ সেনা,
বেল-জুঁই চাঁপা বকুলঝরা -
শান্তির পথে অদ্ভুত যাদুটোনা।
মোটা চাউল নুন ফ্যান ভাতে
ঘুমিয়ে থেকোনা বধু-বাহুডোরে,
চড়াই উতরাই বাঁচার পথটাতে -
বহুযুদ্ধ আছে পড়ে দেশজুড়ে।
ছুতোর মেথর চাষি কুলিমজুর
বাঁচার মন্ত্রে জাগো এইভারতে,
ক্ষুধা বেকারি যৌবনে একসুর -
ঘুনধরা দেশটাকে চলো বাঁচাতে।।

অন্তর মাঝে

এতো হিংসা
মহামারী অশ্রুজল -
হৃদয় ভরা প্রাণ
খুঁদ কুড়া সম্বল।
শ্রাবন বর্ষা নিদাঘ দহন -
শীত বসন্ত শর্বরী,
ফুল দীপ জ্বালা ঘরে
নিজে নিজ অরি।
দূর কদম তলে যমুনার জলে -
উঠিল বার্ধক্যে বিষম জ্বালা,
দূর কুঞ্জে ভাসি অশ্রু জলে
হীরা জোহরত চেয়ে প্রেম
শ্রেষ্ঠ যেন সুধার পেয়ালা।
বৃন্দাবন পথে দামিনী চাঁদণী
মনের হরষ সকল অন্তর মাঝে -
মোক্ষ পথে বিচলিত নর নারী
কান্ডারী বাঁশি মরমে বাজে।
তবু কেন রই মিছে কাজ?

এক চিলতে চাঁদনী

বুকে পিঠে অদ্ভুত স্পর্শ -
যাদুময় দুরন্ত হাত,
হাসি একরাশ -
সুখ স্বপ্নময় সংবাদ।
স্বর্গ ময় চাঁদনী -
রজত শুভ্র নীলাকাশ,
বাঁচার একটুকু আশা -
এই বুঝি ভালোবাসা।

পৌষের গান

পৌষালি তিমির চাঁদনি বালুকায়
মলয় সমীর হিমেল ভাষায় -
শিহরণ গায়।
শীতের চন্দ্রমা - নাহিক উপমা
ফুলবন মাঝে সুমধুর ঘ্রাণ,
কানু অনুরাগে মন যমুনায়
ভক্ত রূপ রাধার মন উচাটন।

ন্যায়ের দাবী

ফুলে ফুলে নীরবতা
চারদিকে হুল্লোড় -
ঝিকিমিকি আকাশের তারা
জোছনা করে বসে অভিমান
ঘরে রাধা সম ক্ষুধা মানভঞ্জন
অভাব জ্বালামন পাগল পারা
মিহি চাউল দধি দুগ্ধ নবনী -
কভু খাই স্বপ্নের রাজবাড়ী
রাজ কন্যার পালঙ্কে অভিসার
কান্নাজানালা খুলে অশ্রু ফেরি
প্রতিবাদের নিকুচি ধরি করি
দশ দিশি কেবল দেখি আঁধার
একটু পাশে এসে বসো সই -
নয়নে নয়নে কথকতা কই।
প্রাণে আরাম খুঁজি মহিতলে
কিসে এতো নিছক করি ভয়
ভুঁই চাপা হিজল শিরিষ দলে -
সত্য লয়ে ডুবি বৈতরিনি জলে।

বন্ধু

দোপাটি আর ঝুমকো লতায়
বিছানা পেতে শুই -
অহংকারের ভালোবাসায়।
জীবন মরণ দুই
চাঁদ ডুবে আঁধার
বকুল তলায়
উথাল পাথার মন
বাঁশির ঠ্যালায়
অন্তর বাহিরে রাই
মন বান্ধি কী দিয়ে?
উঠোন হতে বন্ধুয়া যায়
নুপুর বাজিয়ে
এঁদো সম্পর্ক ঘোলা জল
খাও ডুব দিয়ে -
উদাস হইল ব্যাকুল হইল মন
বাঁচি বলো কী নিয়ে?
চান্দ সুরজ ফস্টি নষ্টি
আলো আঁধার খেলা
কে কাহার মনের মানুষ
ভাবো সারা রাত্রি বেলা।
বট তরু ছায়া দেহকায়া
আলোয় কালোয় পৃথিবীটি
হৃদয় থাকলে পাবে মন পিয়া
ত্রিলোকসেরা সঙ্গী বন্ধুটি।

দিন দুপুরে

সুপ্তি থেকে যেদিন জেগে
বাঁধলি স্নেহ মায়ায় -
সাত হাত মাটি শীতল হল
কল্পনা সুখ ছায়ায়।
মন কাঁদে আজ বৃষ্টি ছুঁয়ে
রোদ্দুর শেষের গোধূলিতে -
রোমান্স খুঁজে রেশমি চুলে
আর ছুটি না ঘোষ গলিতে।
ফাগুন আগুন শীত বসন্তে
লুকিয়ে মন চাইতো জানতে
কেমন আছে দত্তর মেয়েগুলি
রথ দেখা কলা বেচায় হেলায়
কত আড়ি পেতে খড়ি পেতে
ছল ছুতোয় গিয়ে দাস পাড়ায়
উমা শ্যামার মন খানি বুঝতে
দিন দুপুরে কচি বেলায় কত
স্বপ্নসুখ কল্পসুখে জালবোনা -
মাঝ বয়সে স্মৃতির আফশোস
দুঃখময় সংসারে বোঝা টানা।

স্বপ্ন মদিরা

মনে পড়ে কবিতা-দুঃখ মুদ্রায়
বহু স্বপ্নজাল তমসা রজনীর -
অপ্সরী পূর্ণিমা বসন্ত নিমন্ত্রণ!
পরান প্রতিমা হৃদয় চন্দ্রমা
আলোহীন একাকিত্ব ছন্দহারা
যন্ত্রণার পতিব্রত বিরহ দহন!
দেহ মৃত্তিকায় সহস্র পুষ্প বৃষ্টি
জল ফড়িং ডানায় রোদ প্রেম
ক্ষনিক বিনিময় উতল হাওয়া
মাতা পিতা পর, নতুন ভোর
মায়াদেবী অর্ধাঙ্গিনী সংসার
নব প্রজন্ম নতুন ঊষার ছোঁয়া
মহুয়া মন্দিরা মত্ত নেশা বাসর
বিহঙ্গর রোমান্স নেশা পাওয়া
ভ্রমর ভ্রমরী যেন আত্ম সমর্পন
সব শূন্য একদিন মহা শূন্য ময়
অচিন মাঝি খেয়ার বাঁশি সুর
মুদ্রিত নয়ন ঈশ্বর স্মরণ।

বিরহ সাগর

ক্ষুধা দারিদ্র হতাশা
জীবনের অলংকার।
যে অলংকার পড়েছি বলেই
বিরহ সাগরে ডুবে গেছি।
সারা দিন সারা রাত নিদ্রাহীন
দুনয়নে পৃথিবীটা দেখি আর
তোমাকে মেলাই এই জগতের
গিরি সিন্ধু মরু উপবন সাথে
প্রেমে পরাভব মরু সাহারা।
প্রেমে বিজয় উন্নত মস্তক গিরি পাহাড়।
রসালো প্রেমের বসন্ত গল্প
আহা সে তো ওই বৃন্দাবন
প্রেমে আমৃত্যু জ্বালা সে তো
বিদ্যাপতির মাথুর কবিতা
যুগ যুগে প্রেমে অমর হতে
রবি কবি বাণী ঝংকার।
ভাসিয়া যুগল প্রেমের স্রোতে
মিশিসিপি নদীর দেহ বিভঙ্গ
ত্রিভঙ্গে গান গাই রাধে রাধে।

যুগ যুগ ধরে..

কাব্য বিছানায় সাজানো বাসরঘর।
তিল তিল করে সেজে উঠে সব মানস কন্যে,
স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল জুড়ে আছে
স্বপ্নের প্রেমের খেলাঘর।
যুগ যুগ ধরে কেয়া পাতার
নৌকা ভাসিয়ে লক্ষিন্দরেরা
খুঁজে চলে অপ্সরা বেহুলাকে
সকলের মনের মাঝে থাকে
দেশদিমোনা মিরান্দা উর্মিলা
পত্রলেখা বিনোদিনী শকুন্তলা
কিম্বা লুসি ঐশ্বর্য রাবেয়া।
মনের মাঝে সিন্ধু সভ্যতা ক্লেদ
হাজার বছরের মোমির আতর
সবুজ স্বপ্ন অচল অভিমান।
ক্ষুধা দারিদ্র বিরহ জ্বালা
ভেদ করে নোঙ্গর
গাঢ় নীল অন্ধকারে অশ্রু পুষ্প হার
নল দময়ন্তী রাবেয়া বিল্লাল
অথেলো দেশ দিমোনা
সীতা আর রাম সেই সাথে সকলের
প্রেমের মহামায়ার খেলাঘর।

মুক্তো

যুগ যুগ ধরে খুঁজে চলি
নদী মাটিতে বালুচরে বালুচরে
সমুদ্রের ঢেউতে ঢেউতে শুধুই
এক টুকরো মুক্তো।
পচা শামুকে পা কেটে যায়
ভাঙা ঝিনুক গুগলির অত্যাচার
সব যন্ত্রনা সহ্য করে খুঁজি সেই
এক টুকরো মুক্তো।
অবশেষে জীবন যৌবন চলে যায়
বুকটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়,
নারী প্রেম মুক্তো খোঁজা নেশা থাকে
একদিন যমালয়ে খুঁজি
সে স্বপ্ন মুক্তো।

মেঘ ঘনশ্যাম

শোন প্রিয় আলাপন মেঘ ঘনশ্যাম
বকুল চাঁপার সুখে রচিব মন্দির,
যৌবন কুসুম ফাগুন উপবন অনুপম
মর্ত্য মায়া বদ্ধ দোলমঞ্চে তৃণ শিশির।

লাখ লাখ উর্বশী সুবেশ পরিধান
তৈল হলুদ অগুরু চন্দন মথিত তনু
সখী সঙ্গে কাম রঙে প্রেম সংগীত
হরি হরি জয় দেবী রতির মন প্রীত।

নাচ গাও মৃদং পক্ষয়াজ বীনাঝংকার
চৌদিকে মধুমাস মালতিতে মধুকর
মদনের দাস মদ মত্ত তনুযে ভৃঙ্গধর
কামিনী কাঞ্চন লাগি এধরা ভয়ঙ্কর
তাল পাতার বাতাস মদনতাপ বিনাশ
আজু রজনী ঘনঘোর তিমির আঁধার
লাখ লাখ অসুর রাজ করিছে সন্ত্রাস
কেনো নাহি হয় শ্যাম পুনঃঅবতার?

মদন চন্দ্র কয় ঘোর কলি আঁধার।
হরি বিনি কেমনে দিন হইবে গুজার?
শুন সই সিজন সাধারণ মানিস নয়
আত্মায় আত্মায় প্রেমবন্ধন জয়।

গিরেন গড়গড়ি মাষ্টার

গিরেন গড়গড়ি মাষ্টার
ভীষণ মাথায় বুদ্ধি তাঁর।
মুখে গোঁফ দাড়ি -
পায়ে হেঁটে স্কুলে যান
ছাত্র ছাত্রীর কুশল নেন
তবে বেজায় রাশ ভারী।
ক্লাস কামাই করলে -
বেত নেন হাতে তুলে
ফাঁকি চলেনা কানাকড়ি।
পাঠাগারে বসে বসে -
বাগিয়ে কলম কষে
বই লিখেছেন এককাড়ি,
রয়্যালটি পেয়েছেন যত
এতিম অনাথ কে ততো
বিলিয়ে দিয়েছেন তাড়াতাড়ি।
দোষ তাঁর এক খান -
পায়ে হেঁটে স্কুলে যান
এই নিয়ে লোকে করে কানাকানি।
গ্রামের গরিব দুঃখী মানুষ জন
বিপদে আপদে তাঁর করে স্মরণ
সাধ্য মতো পাশে থাকেন তিনি।
এমন মাষ্টার আরও কিছু দরকার
বিদ্বান স্বজন সুজন তোমার আমার
দুই চার জনের সন্ধান দেবে তুমি?

ভালোবাসা

দুনয়নে নিদ্রাভাঙ্গা পৌষালি এলো
অদূরে সূর্যমুখী সর্ষে ক্ষেতে
অকাল বসন্তের সংকেত!
সোনার আংটি দিয়ে বরণ করি
এমন সামর্থ্য কোথায় পাই?
লোনা জল উতল হাওয়ায় উষ্ণ
সবুজের কোলাহলে যৌবন দূত
কচি মেয়ে লতার মতো বট বৃক্ষকে
আঁকড়ে ধরে পুরুষপরীক্ষা নিতে চায়
কে তুমি? কেনো এতো ভালোবাসো?
নিয়তি নারীর নিয়তি পুরুষ পরীক্ষা
বন মঞ্জরী সাগর হাওয়া হাসি মুখের জ্বালা
বুঝতে পারি কচি ফুলে পরাগ পরশ ভার...
পত্র পল্লব দল মন্ডলে উতল উজান স্রোতে
টগবগ করে ফুটছে ফুটন্ত যৌবনের অপ্সরী
দান কর, শরীর মন উজাড় করে দাও বসন্ত
ছেলেখেলার আসরে বসেছি এসো কানামাছি খেলি।

ভাঙাচোরা

আকাশের হাজার হাজার তারার নিচে
আমার ফুটো কপাল।
সৃষ্টির আর স্রষ্টার অনিপুন প্রয়াস থেকে
বিপুলা এই সুন্দর বসুন্ধরার বুকে হঠাৎ
অসুন্দর অদক্ষ হিসেব এই মনুষ্যজন্ম।
তোমার ভালোবাসার দ্বারা ভাঙাচোরা
ঝালাই দিয়ে বাঁচতে চাই।
এই জীবন পুষ্প বৃতি দল পুং এবং গর্ভরূপ
সুন্দর চতুর্মুখী সৃষ্টি সম্ভারে সেজে উঠুক।
সৌরভ গৌরব আর ভাবীই প্রজন্মের মহীরুহ
কে না চায় শত ফুল বিকশিত হউক আর -
কী করে আমি বুঝাব যে নদী যেমন
সাগর ছাড়া বাঁচে না,
আমিও ঠিক তেমনি করেই -
তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারি না।
মানুষ ঠকে শেখে আর ঠেকে শেখে তাই নয় কি ?
নিয়তি হউক আর বিচ্ছেদ হউক বিরহ মানুষ বুঝে!
একটু বাঁচার মতো বাঁচতে হলে দরকার হয়
এক টুকরো মাটি, একটু সবুজ ক্ষেত, এক ফালি চাঁদ।
চাঁদের মতো উজ্জ্বল গোল লম্বা গোলক ধাঁধা টাকা।
এক চিলতে প্রেম, সন্তানের ভালোবাসা, একটু সন্মান
তার পর পরম সম্প্রীতি ভজন বন্ধু বর্গের সমাদর।
নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো মনের মানুষ মন্দির
সাপ যাকে দংশন করে শুধু সেই বুঝে কাল বিষ জ্বালা!
শত শত জনমের পর কালা তাই বুঝেন না শ্রীরাধা প্রেম।
মনুষ্য প্রেম সাগর মন্থন করে পায় মুক্তো হীন ঝিনুক খোলা।
লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে হৃদয় হৃদয় খুঁজে শরীর চায় শরীর -
জন্ম মৃত্যুর খেলা ঘরে যুগ যুগ প্রেম হাহুতাসের মন্দির !!!

ভালোবাসা আছে তাই

ভালোবাসা আছে তাই
সূর্য উঠে,
এক রাশি সোনালী আলোর ঝর্না
পৃথিবী ভরে যায় প্রাণের আনন্দে
ভালোবাসা আছে তাই
চাঁদ ওঠে নীল আসমান চূড়োয়
ভালোবাসায় জোছনা প্লাবনের দ্বারা
পৃথিবীর সকল অন্ধার আলোকিত হয়
ভালোবাসা আছে তাই বনে বনে ফুল ফুটে
ফুলের সৌরভ প্রজাপতি রঙিন ডানায় আসে
মধু আহরণ করে পরাগ নেশায় নতুন বীজ।
পৃথিবী ভরে যায় সবুজ বনানীতে সৃষ্টিসুখের
ভালোবাসা আছে তাই পাখি বাসা বানায়
ডিম তআ দেয় নতুন প্রজন্ম অবিরল সৃষ্টি
ভালোবাসা আছে তাই সাগর ঢেউ উঠে
কুল ভেঙে উর্বর পলি জমি নদী মোহনাই
উজান স্রোতে খুশি উতল হাওয়া অন্য মোহনা
ভালো বাসা আছে তাই ভালোবাসি একে অন্যে
প্রিয় মনের মানুষ দেবতা হয় কিংবা দেবী হয়
ভালোবাসা আছে তাই এই আকাশ নদী উপবন
সবুজ জমি গিরি সিন্ধু ঘিরে মানুষের মর্ত্য প্রীতি
মনের মানুষ পাওয়ার জন্য বুক ভাসে কান্নায়
ভালোবেসে মরণেও সুখ লাইলী মজনু সাবিত্রী
সত্যবান বল দময়ন্তী বেহুলা লখিন্দর এমনকি
হজরত রাবেয়া বিল্লাল সকলেই অবিনশ্বর মহান
পলাশ ফাগুন নেশা বসন্ত কুঞ্জে শ্রাবণ বরষায়
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে ভালোবাসা শুধুমাত্রই
ভালোবাসা খুঁজিয়া দিক হতে দিকে বেড়ায়!
দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয় মনের মানুষ
দেবতা বানাই
দেহ মন্দির ঘিরে ভালোবাসার নিরন্তর
উপাসনা চলে
এই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তথা ত্রিভুবন ঘিরে মর্ত্য
পিরিতি
ভালোবাসা আছে তাই উতল হওয়ায় মন
যমুনায় যায়
জন্মের দেবকী কৈশোরের যশোদা যৌবনে
চাই শ্রীরাধা
মরণে চাই শ্যামের চরণ, খোদা বল গড বল
ভগবান্ বল।
আসল কথা সেই সৃষ্টির আদিম উৎসের
ভালোবাসা আশ্রয়
ভালোবাসা আছে তাই পূর্বরাগ অভিসার মান
অভিমান আছে আক্ষেপ জ্বালা আর সম্ভাব্য
বিরহ কল্পনার মাথুর
ভালোবাসা আছে তাই এই হাসি এই গান এই
অশ্রু আর
জীবন সুখের আশায় অন্য স্রোত অন্য
মোহনায় যাযাবর
জোয়ার ভাটার টান চন্দ্র সূর্য গ্রহণ ভাদর
ফাগুন মাস আসে
পলাশ মহুয়া শেফালী যূথিকা গুলাব
ভালোবাসা অবিনশ্বর,
ভালোবাসা আছে তাই গড়ি এই মিছে মায়ার
সংসার চরাচর।

শরীর ও মন

শরীরখানি খুঁজতে খুঁজতে
পৃথিবীর ঘোর অসুখ -
সংক্রামক সজীব তরল নেশা
ক্ষণিক সুখ আজীবন দুঃখ!

খুঁজছি একটা ভরসার হাত -
নেলপালিশ লিপিস্টিক সুগন্ধে
তপ্ত বুকে নিলাজ মুখে একটু বাঁচা
রোমান্স সুখের অভিসার আনন্দে!

লড়বে বাঁচবে যুগল একে অন্যে পেয়ে
শিহরণের সুখ কীটে ঘন্টা কাঁটা দিনগুনে
নিঃশ্বাস আর বিশ্বাস এর যুগল মিলন ছুঁয়ে
মন পবনের বিশুদ্ধতা রূপরূপের দ্বন্দে!

ট্যাকের কড়ি রাখ গুণে দোঁহার সুখ স্বচ্ছন্দে
প্রেম আসুক মানুষ চিনে মর্ত্য লীলা আনন্দে।
এসেছি ভবে মরতে হবে প্রেম দরিয়ায় ভাসো
তারার আলো আঁধার ছিঁড়ে একটু
ভালোবাসো!

অবেলার গান

অনেক দিন হল কোনো স্বপ্ন দেখিনা,
মনময়ূরী স্বপ্ন বাসর ঘর অপ্সরা নারী
রামধনু রঙে নকশা ইচ্ছে প্রজাপতি ডানা।
সোনার গাছে রুপোর ফল -
অনেক দিন হল দাঁতগুলি হাসতে ভুলেছে,
এক সময় শরতের কদম গুচ্ছ ছিল হাসি
নৌকা বিলাস নবান্ন শ্যাম গানআড় বাঁশি।
জানতাম না দুঃখ অশ্রুজল -
মাটির ঘর খড়ের চাল মৌসুমী বাতাস,
মাঠ ভরা শালুক শাপলা আর কাশ -
বট তলা রাস মাঠ মাথায় নীলাকাশ।
কোকিলের কুহুতান বৌড়ি পাখির গান,
চিল কাক চড়াইশালিক লক্ষীভোগ ধান।
শূন্য সব ইট পাথর কংক্রিট হাহুতাশ।

অনেক অনেক দিন ধরে!
হৃদয়ের সব জানালা দরজাগুলি ঘিরে -
মড়ার মতো গন্ধের বিষাক্ত বরফ স্তর
প্রেমের উষ্ণতা নেই সং নেই রং নেই -
রোমান্টিক কবিতা ভেজা কবি কণ্ঠ
রুদ্ধ বাক পরিহিত পরাজয় চন্দ্র হার।
এমন মরুমায়া মরুশিক্ষায় স্তব্ধ দেশ,
ক্ষুধা কাতর স্বার্থপর সম্প্রদায় বিদ্বেষ।
লোভে বিভীষণ দেশ নায়ক কান্ডার
হাহাকার ভরা দেশে নব প্রজন্ম আসে
পদ্ম বীথি যুথি মহুয়া পলাশ ঘাসে ঘাসে।
কান্না ভেজা মাটি বিপন্ন সুখের সংসার।

সন্দেশ

পাখিরালায় পাখি নেই
সন্দেশ খালিতে সন্দেশ নেই।
মাথার টাক ফাটা রোদ্দুর নোনা জল
বিনয় মিনতি আর অহংকারী বন্দুক
সমাজের ফলগুস্রোতে বিষ বাষ্প,
ভয়ে ভয়ে থাকি পৈতৃক প্রাণ সম্বল।
এর উপর কাচ্চা বাচ্চার ভবিষ্যৎ -
হায় জন্ম ভূমি পরাস্ত হলো সকলে,
সেই বনবিবি সেই নারায়ণী দেবী।
কালু রায়, রায়মঙ্গল, শাহ জঙ্গলি,
সোনা মোনা বিশালদের বলিদান -
মার্কসিয় নকশাল তেভাগা আন্দোলন।
হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ জানলাম না -
আজ কারো কাছে হিন্দু হওয়া অপরাধ
কারো কাছে মুসলিম হলেই অমানুষ।
রবীন্দ্রনাথ নজরুল সুভাষচন্দ্রের দেশ
বিষ্ণু আর বিসমিল্লার প্রভেদ খুঁজে নিই -
বন্দুকের নল ক্ষমতার দম্ভ এখন সন্দেশ।

সম্মুখে অথৈ প্রলয়

সম্মুখে অথৈ প্রলয় গিরিসিন্ধু মরু -
মহাকাল স্রষ্টার কিস্তি মায়াজাল,
যত পাই তার চেয়ে বেশি চাই -
লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে মুছি অশ্রু জল।
সাধ আর সাধ্য দুই যুদ্ধ নিরন্তর,
নশ্বর মানব দেহ প্রেম খেলাঘর।
নক্ষত্র নেশায় হারায় নয়নের আলো,
মায়া মমতায় কুঁড়ে ঢের বেশি ভালো।
হৃদয়ে যদি জমা না রাখো ওই -
সিন্ধু সভ্যতার ধূলি বালি মরু ঝড়।
নিরাশ্রয় প্রাণে খুঁজি মুক্ত নীলকাশ,
পিয়াল তরুর বুকে মালতীর নিশ্বাস।
ঈমান আর ভালো বাসা কথার কথা,
অর্থ মান যশ লাভের তীব্র ব্যাকুলতা।
মন বিহঙের ডানায় আসুক মহাগতি,
মহাজগৎ মহাকাশ যাত্রায় সততা -
স্বপ্ন আর বাস্তবের সুমধুর সম্প্রীতি।

মানভঞ্জন

আঁখি পুঞ্জ অপরূপ যৌবন লোলুপ,
অধরে অধর পেতে বড়ই কামুক।
গভীর দেহ সাগরে মায়ার অবগাহন,
রোমান্স রূপ কথার অপূর্ব সংমিশ্রণ।
একেলা পরীহুরী খুঁজি নৈশ শয্যায়,
নিঠুর শমণ হাসে দূর স্বর্গ কিনারায়।
আবর্ত কুটিল নদী সম আয়ু বল যশ,
নির্মম নির্মাতার হস্তের যেন পরিহাস।
কিসের অহংকার কর মানব সন্তান,
হেমকাশ তুচ্ছ তৃণ কর মান ভঞ্জন।

ভয়

মরে যেতে পারি
যেকোনো সময় -
যেকোনো মুহূর্তে
বুকে খুউব ভয়।
নীড় হারা পাখি
ঝরে যাওয়া ফুল
বরাত আছে বইকি।

সুখ

চাঁদনীরাতে চালতা ফুল
শিরিসগাছের ছায়ায়
ক্লান্তজীবনে আঁধার
সব্বাইসুখী হতে চায়!
হাত বাড়াও শপথ কর
করবে সেবা চরাচর
হলফ করে বলতে পারি
সবটুকুসুখ তোমার!

নিবেদন মিতি

কঠিন কুটিল কুক্ষণে
সম্মুখেসুখ সন্ধানে
সুধীরেসাগর স্নানে
আমি অমানিশা অচেনা
তারারতৃষ্ণায় তৃষিত
তুমি তিমিরের তামান্না
সই সিয়ানা শিয়রে সম্বিত।
আজিকেআমার আনন্দ
অচেনাঅচিন অরক্ষণিয়ার
গভীর গবেষণা গাহি গোবিন্দ।
বাসর বিছানায় বীর্য বিহারে
কভু কী করিব কুক্ষণেক্লান্ত?
হৃদয়হইয়া হৃদিফুল বাজারে
খবরদারখবরদার খরিদ্দার
পাইবেপাইবে প্রচুর পছন্দ পণ্য
কভু করিও না কিঞ্চিৎকুব্যবহার।
কবির কলমে কর্ষিত কানাকড়ি
অনিকেতঅঙ্গুলি অশনি অত্যাচার?
অনেক অপ্রসঙ্গ অনিয়মে অরি
সবিনয়সম্যক শ্রদ্ধার্ঘ্য সই সবার।

একদিন হয়তো

একদিনহয়তো আমিও পেতে পারি
মুক মুখে কবিতার মতোভাষা।
একরাশিকাশের মতো মিঠি হাসি,
ফুলেরপরশ কন্টক পূর্ণ মরুদ্যনে -
খুশি আহ্লাদে পূর্ণ ভরবে খাঁখাঁ বুক।
হায় স্বপ্ন পাখি তোমারমায়ায় -
গড়ে উঠুক প্রেম তপোবনআশ্রম
অভাব অন টন সর্বদাহুহু করে মন।
কাঙালহৃদয় আছে বড় অবহেলায়
জনারণ্যশাসন শোষণ বঞ্চনায় -
মৌনতাছেড়ে পাখি ডাক কুহুকুহু
বসন্তপলাশ বকুল মালতি চম্পায়।
তারপরএকদিন ওই নীল যমুনাও
বলবে সবার বাসর সজসাজা আর নয়
এসেছোভবে যেতে হবে শ্যামবংশী বায়।
দুয়ারেমাঝির ডাক সম্মুখে শমণহাজির
পুণ্যকড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবেবৈতরিনি তীর।

দাগ

দুর্জ্ঞেয়রহস্যময় সৃষ্টি
এই চরাচর
নদী সাগর মরু পাহাড়
মা ধরিত্রী জননীর
গর্ভেরআঁধার।
চন্দ্রমাআর সূর্যের লীলা
রহস্যময়স্রষ্টার অদর্শন
রূপ রস গন্ধ শব্দস্পর্শ
কুসুমদানাশস্য বন উপবন
বিচিত্রজীব বৈচিত্র্য অরণ্য
অপূর্ব সৃষ্টি মানবসন্তান।
বসুন্ধরাবুকে তবু মন কাঁদে
আকাশ বাতাস জলস্থল প্রাণ
অযুত সাক্ষী মনের আঁধার
কখনো কখনো বিষাদ জীবন
মনুষ্যজনম চাহিনা গো আর।
এসেছিছিঁড়ে মায়ের নাভি পুষ্প
অর্ঘ্যদিই নাই পুষ্প রূপ নবপ্রাণ
ভালো বাসতে যদি নাপারি এধরা
কেন এই প্রাণ পুষ্পদিলে নিরঞ্জন ?
চারদিকেকপটতার কুৎসিত প্রচার
মিথ্যারপাহাড় প্রমাণ অশনি সংকেত
গৃহে গৃহে চলে অধর্মরকলকুট দংশন।
বিধি ব্রহ্ম নিদ্রিত যেনশুধু অভিশাপ
হিংসামহামারী প্রলয় অনির্দিষ্ট অনিকেত
দুগ্ধফেনোনিভ কুসুম দুর্লভ মানবজনম
নন্দনকানন চ্যুত হয়ে চারদিকেশয়তান
এইতো এসেছ দুদিন বাদেইশমন কুক্ষণে
চারদিকেঅপযশ কলঙ্ক দাগ অভিমান
ভয় ভীতি ত্যাগে কর্মবীর হও আগুয়ান
কাঁটাআর কলঙ্ক দাগ দুইবীরের সন্মান।
ঈশ্বরেরইচ্ছে হাত বিয়াল্লিশ কর্মাহোক
হক বাতিল ইনসাফ নিয়েরুখ এই গজব
চলে যাবে,দাগ রেখে যাও দেশও ভুবনে।

এইতো জীবন

এই প্রাণ কত অসহায়
ভাষাহীনসৃষ্টি থেকে,
এ যৌবন কত অসহায়
আঁকড়েবাঁচে ভালোবাসাকে,
এ বিচ্ছেদ বিরহ কত ভয়ানক
অশ্রুমালায়ভরে জীবন পুষ্পকে।

এ প্রেম কত মধুর -
যার জন্য মানুষ ভয়পায় না
শাসন তর্জন দুঃখ আরমৃত্যু কে!
এ মর্ত্য মায়া এস্বার্থ চেতনা -
এ মোহ মুদ্রা আড়ালকরে সত্যকে
প্রেমদাম্পত্য স্বপ্ন সুখের স্বর্গরচনা।

বার্ধক্যকত যাতনা কত দুর্বলতা
আত্ম সমর্পন পুত্র পৌত্রভ্রাতা কন্যা
কিম্বাবৃদ্ধাশ্রমে কম্পমান শমন ভয়ে
পৃথিবীপরমা সুন্দরী অপ্সরী হয়
পত্র পুষ্পে চাঁদ তারায়গিরি সিন্ধু নিয়ে
অমল অরুন আলো নিত্যনিত্য বিস্ময়ে!

ধরণী গাভীন হয় নদীপাখি মেঘ বর্ষায়
সৃষ্টিলয়ের মহা সূত্র মেনেবিধির ইচ্ছায়
হিংসারণভেরি বাজে দুর নদীসমুদ্র তটে -
মিছে অহঙ্কার নাম যশ হেতুরাজায় রাজায়
কবি এক অসহায় অশ্রুজলে কাঁদে বটে,
সে বোবা কান্নায় টলেনা কোনো পাষাণ হৃদয়।

সমুদ্রঢেউ ঝড় বর্ষা যৌবনউদ্দাম উতল হাওয়া,
এক পশলা সুখ আহারনিদ্রা একটু শান্তি চাওয়া।
তারপরচির না ফেরার দেশে মহাপ্রস্থান শমন,
সে মহান সৃষ্টি কর্তাসে মহান শক্তিকে শেষস্মরণ।
মর্ত্যপ্রীতি মর্ত্য মায়া অসহায় বুক ভাঙ্গাবোবা
কান্না,
পথের সঞ্চয় যশ মানঅহংকারের চুনি আর
পান্না।

আকাশ গঙ্গায় ঢেউউঠে উতল হাওয়ায়
শান্তিবারি,
এপার হতে ঐ পারযাব কোথা আছো
জীবনকান্ডারী।
স্বার্থকাম ক্রোধ লোভ মোহমাধ্চর্যে বিচলিত
ব্যাপারী,
পকেটেনাই সঞ্চয় পরপার যাবার মতোপূণ্য
কানাকড়ি।
সত্য শিব সুন্দর পরমব্রহ্ম জগৎ হিতায় হকডাক
দেয়,
সুজন পথিক পরলোক যাবারপূণ্যকড়ি করগো
সঞ্চয়।

I have been searching

I have been searching.
The path of vrindavan for more than hundred years.
I used to enjoy the love and affection of the glamorous girls of vrindavan there
Kalinag, the giant poisonous snake is lucky
He has got the touch of the feet of lord Krishna
What have I done wrong ? When can I have it ?
Now I realised that lord Krishna is selfish than me
And also I am interested to the glamourous queen
Sree Radha, miss universe of three divine globes -
But she begs a complete self surrender from me
I am willing to consume fishes and sweet meats
And I have a positive thinking on anger greed n lust
Beautiful girls of the world are apples of the eyes
And I am too much sensitive for money and sex
How can I surrender my allat the feet of Radhey ?
Better I think to stay age to age at the Bank of
The yamuna river, o my lord please forgive me
With all thy faults I love thee.

বাঁশি

তোর বাঁশি শুনে সখী
সুখী হউক দেবকী নন্দন,
ঠোঁটেমাখ লিপিস্টিক আর
কপালেঅগুরু তিলক চন্দন।
শ্রাবণগগন ঘিরে কত মেঘসব
গুরু গুরু গর্জন ঘনঘোর যামিনী -
না শুনিও নুপুর শ্যামবংশী ধ্বনি,
আহাঃ কুল কামিনী পরেরঘরণী।
কূল ত্যাজ কৃষ্ণ ভজনিভৃতে জীবনে,
মানস গঙ্গার মাঝে কৃষ্ণশয়নে স্বপনে।

যতক্ষণ শ্বাস

হারিয়েগেছে পদ্মবনে
ঘাস ফড়িংদের মতো
হারিয়েগেছে বাল্যকালের -
সকল স্মৃতি-সুধা ক্ষত।

মাঝ আকাশে হৃদয় কাঁপে
তামসরাতেস্বপ্নমাখা সুখ
শরম-মরম-পরম সুখেরআশে
রূপ সাগরে দিই ডুব।

চাঁদেরভেলায় তারার মেলায়
চড়ুই পাখির ক্ষুদ্ধ কাঁদনতিয়াস
হরিণ চোখে কাজল খুঁজেমরন জেনেই -
যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষন আশ।

বঙ্গভুমির প্রতি, ১৯৮৭

ফুলেরসৌরভ পরাগের ভাবে হ্রদকম্পন
নিরন্তরদারিদ্র, বেদনার অশ্রু জলসম্বল
শাপলাশালুক পদ্ম শোভিত ভুবনথরতর
ভাবনারআকাশ হ্রদয় অনেক অনেকবড়
মানব জীবন এরই মাঝেইজীবন ধারা বহমান
রবীন্দ্রনাথনজরুল হেম মধু শরতেরস্বাভিমান।
ওলি গুঞ্জে রাধা কুঞ্জেদেশে নিত্য শ্যাম গান
হায় মানবজমিন, কত দুখ কতসুখ মিলিমিশি
হে মহান প্রতিপালক, ফুলেরমতই আমি খুশি।
কোকিলেরকনসার্ট, মধুর মধুর কলকুঞ্জন
ভ্রমরেরমধু শাখে মিহি মিহিমধুময় গুঞ্জন।
ফার দেওদার কাওসার হ্রদজান্নতের চেয়ে ভালো,
মানুষেমানুষে যদি না থাকেহিংসা, নিকশ কালো।

বিষাদময়

কলম কেঁপে উঠে
বুক ধড় ফড় করে
চোখে জল আসে
মন কেমন করে।

ঘরে ব্যথার শ্রাবন
নীল নব ঘন শ্যামা
দুরু দুরু মন উচাটন
কী বলি হে প্রিয়তমা!

ঈশান নৈরিত বায়ু কোণ
সব দিকে পাই শুধুলাজ
ব্যানাবনকাশবন চন্দন
সবখানেকলঙ্ক মরি আজ।

শয়তানজীন-পরী দিকবিদিক
আশায় আশায় বসে দুনয়ন
আমার হাল বেহাল বেঠিক
অনিদ্রাঅনাহারে ক্লিষ্ট বদন।
মাঝে মাঝে দুঃখ আসে -
বুক ভেসে যায় কান্নায়
প্রেমশুধু এক জন্য আসে
শুধু চাঁদে যেমন জ্যোৎস্নাহয়!

বড়োবাবু বনপাল

বড়োবাবুবন পাল
ইয়া বড়ো তাঁর গোঁফ
দুধ ঘি মাখন খাননা
হরিণ মাংসে তাঁর লোভ!
রক্ষকভক্ষক
সরকারীবন্দুক
অল্প করে রোজ হরিণমারে
বেশি বলে বেড়ায় সবনিন্দুক
চুরি করে হরিণ খেয়েখেয়ে
লাগল নেশা বেজায় মনে
আরও বেশি হরিণ মারতে
একদিনগেলেন সংগোপনে
বাঘ মামা বাঘিনী মামীকে
বলে গিন্নি, ওই দেখো -
দুই পেয়ে মেরে নেয়সব
সব হরিণকে শিগগির দেখো
বাঘিনীবলে দেখাদেখির বাকি কী?
ঘাড় মটকে বেটাকে ধরেআনছি?
বাঘ বলে সাবধান ঘাড়েআছে বন্দুক
সাবধানেমেরে আনো খেয়ে পাইসুখ।
অমনি আদেশ পেয়ে বাঘিনীরলাফ
বড়োবাবুভয়ে ছুটে, রক্ষা করবাপ্
হালুমকরে ধরে বাঘিনী ঘাড়মটকায়
বন কর্মী ভাইবোন মাতাঁর - করে হায় হায়।

মুক্তি

ফুলেরমতো বাসি হয়ে যায়
মানব হৃদয়
পলে পলে প্রহরে প্রহরেযেন
বসন্তঅস্তমান।

পড়ন্তবিকেলের বর্ষা ভেজা
মাটিতেদাঁড়িয়ে নির্জনতা -
শিকল ভাঙতে ইচ্ছে করে
খুঁজেফিরি মুক্তির স্বাধীনতা।

অনেক দিন যেন সমাজবন্দী
অদ্ভুতএক খাঁচার ময়না পাখি
কেঁদেকেঁদে শুধুই বুক ভাসাই
বাঁধ ভাঙা আনন্দ গেলকোথায়?

ভালোবাসিএকথা একটু বলতে
কত প্রশ্ন কত উত্তরদাড়ি-কমা,
কত কিছুর আমৃত্যু অচিনপাখি!
অথচ অস্তমান জীবন সূর্যের আলো।

রোজ রোজ ঘাস পাতাভালো লাগে না
ক্ষুধাদারিদ্র বেকারত্ব লাগামহীন দেশ
শুধুইস্বপ্ন দেখায় আর সুখকেড়ে নেয়
একটু প্রতিবাদ করলে হয় মৃত্যুনয়
জেল।
কত কি ইচ্ছে স্বপ্নলতার মতো গজায়
মাঝে মাঝে সব বন্ধনছিন্ন ইচ্ছে করে -
মনে হয় যাই চলেদূরে কোনো বহুদূরে
লাল পরী নীলপরী উর্বশীঅপ্সরা
দেশে
যেথা মানুষের মনের উপর হস্তক্ষেপ
নাই।

ইচ্ছেকরে তোকে কোলের কাছেএকলা পাই
তো র নিকষ কালোকেশে হাত বুলাই -
একলা ছাদে চাঁদের আলোয়গল্প কথায়
উড়না চিবুক ঠোঁটে একটুমদের মতো চুমুক খাই।

তুই কত স্বপ্ন দেখাবিএক ঝলক মিউ মিউকাঁদবি,
সেই কান্নায় অশ্রু অলংকার হবে
নেশা বিভোর মনে জড়িয়েচুষে খাই অশ্রু,
চল - এই অনন্ত কালেরকান্না শেষ করি।

আকাশ বাতাসে উড়ে যাকঅনন্ত স্বপ্ন বলাকা
মানব জন্ম দুর্লভ শিউলিগন্ধে শীতের রোদ্দুর
বসন্তেরপলাশ ফাগুন বকুল চাঁপাস্নান করি
আকাশেহাজার তারা জোছনা মাখাচাঁদ ভেলা,
সব কিছু নিয়ে শুরুহউক জীবনের মধুমেলা -
আর নয় আর নয়আর নয় এই অবহেলা।

ক্ষুদ্রদুইটি প্রাণ আর সবচাওয়া পাওয়া
হংস বলাকা সাঁই সাঁইচরৈবেতি যাওয়া -
শাস্ত্রীয়মিথ্যাচার ধর্ম জন্মান্তর সমুদ্রবালু চড়ে
বসন্তউল্লাসে পাখির ডানায় জীবনমুক্তি চাওয়া।

তপ্ত মরু বুকের মাঝে

কিসেরঝড় কিসের আওয়াজ
তপ্ত মরু প্রায় বুকেরমাঝে -
গেও না গান দুঃখেরআতর
নামাজপাটি ঘরের সাজে।
অস্ত যাওয়া দিনের সূর্যেসেঁকে
হারানোউত্তপের উতল হাওয়া -
কপট বন্ধুয়া কপোত বধূ রপ্রেম
জলের দরে কেমন হারিয়েযাওয়া।
আমি এমন ভাবি অনেকঅনেক -
নিঝুমঝিঁঝিঁসংঘ ডাকে একলা রাতে,
দিন দুপুরে ক্ষুধার হানায়কাতর হয়ে
ময়লা আঁচল ফুলকুড়ানির ফুলসাজিতে
চোখে ধাঁধা হয়তো যাবোপাগল হয়ে।
সোনারফসল ফলাস তোরা আছিসযাঁরা
তারা হয়ে নীল আসমানেরচাঁদের পাশে
কমল চোখে ক্ষুধা বেকারীযাইই লিখি ভাই
নিরস নিতুই নূপুর ঝঙ্কারেএ ধম্মরাজার দেশে
শীতল হাওয়ায় শীতের রোদ্দুরপ্রাণ পটপটি
মানস গঙ্গা উতল হাওয়াউজান তুফানকে নেয়ে?
বুক ভাঙা কান্না প্রেমবন্যা নিজ স্বার্থে লুটোপুটি।

লোনা জলের কাব্য

লবন হ্রদ হতে কাঁচাজঙ্গল
পদ্মরাজবেছে নিলো শেষ সম্বল
শাড়ি চুড়ি টিপ কাজলেরাজকুমারী
অম্বুনিধিজলধি বঙ্গপোসাগর -
আজ লোনা জলের কাব্যকথা শুধাই
সুকদেবহয়ে শ্রবন কর নীলজলের জ্বালা
ঢেউয়েরহাহাকার বালুকার বেদনা কান্না
সাগরেরউতল হাওয়া লেপ্টে-চেপ্টেপ্রেম
অগুনতিঅবিরল উর্মি আছাড়ি-পাঁচরিপ্রিয়া
বাতাসেরগরম চোখে দেখো বুনোস্পন্দন
ফলগুস্রোতেরমতো থাকা অব্যক্ত কান্না -
সুন্দউপসুন্দ যেন দানব ইংরেজ, জমি লোভী
ব্ল্যাকনেটিভ, বেনিয়াবেশ্যা ইংরেজ সরকার -
সাগরেরএকরাশি প্রেম একরাশি হাহাকার
জল-জঙ্গল বন্য-বনোজসম্পদ লুট হলো সব
ইঞ্জিনেরক্যাচকঞ্চ ঘরঘর কর্কর হুঙ্কারআর
ধুধুলকেওড়া সুন্দরী কাষ্টের আবাসন শপিং
মলবিল্ডিং প্রাসাদ, উদ্যান-হোটেল, মোটেল,
বারাঙ্গনা।
ইট ভাটা, টালি খোলাকল কারখানা বিষাক্ত
ধোঁয়া
বিপন্নউপকুল হাঙ্গর কুমির বাঘহরিণ মাছ মৌ।
মনসারঝাপান বনবিবি দুঃখে পালারামযাত্রা।
সব শেষ ব্যান্ড বোতলহুইস্কি ওয়াইন বানিয়া
দাপট
শিব রাত্রির প্রদীপের সলতের মতো
টিকেবাদাবন
মা ধরিত্রী তাঁর সাগর বালিকারকান্না শুনে
ডাকেন
পবনদেবকে - ক্ষোভ দুঃখ অভিমানেপ্রকৃতি
চায় প্রতিরোধ আরপ্রতিশোধ -
নিরন্তরউর্মিমালার কান্না।

আইলা-লায়লা ফেনী-বুলবুলউম্পুন-হেরিকেন
টর্নেডো
সাইক্লোন - সুপার সাইক্লোন দিয়ে অম্বুনিধি
নীলসাওর
ফিরে পেতে চায় তাঁরসেই হারানো জমি -
পদ্মরাজ নেই
গঙ্গারিড়িসভ্যতা নেই - রায় মঙ্গলনেই শাহ
জঙ্গলি নেই
জল জঙ্গলের হোতা বিধাতা
গুন্ডারাজচোরাশিকার।
প্রকৃতিআর মানুষের মহা কুরুক্ষেত্র রণতুফানি
হাওয়া
আছাড়িপাঁচারী প্রেম লাইলী-মজনুভালোবাসা
দ্বন্দ।
বৈশখিখোলসে মধু জৈষ্টে বুনোতাল খেজুর আম
জাম
পার্শেভাঙর ভেটকি ট্যাংরা বাগদাঝোল কালিয়া
চ্যেখে
আঠার ভাটির দেশ - অরণ্যকসভ্যতা বড়ো মিঞা
বাঘ
মূর্খইংরেজ আর সাগরেদ জমিনদারনস্কর
বোঝোনি।
সাত জন্ম ধরে একসাগর প্রেম লোনজলের
কান্নাআর
নীল সাগরের সাথে সবুজবনানীর অথৈ প্রেম
ধ্বংসউস্কানি,
হে মা বনবিবি দাওফিরে বাদাবন লবন হ্রদহতে
ধোপানি।

সই তোকে

তোর চোখের কাজল
কপালেরটিপ আর
কোকিলকালো কেশে -
হারিয়েগেছে ছেলে বেলা।
কিশোরকালের জোশ
প্রৌঢ়জীবন নিস্কর্মা অবশেষে।
দীন দুঃখী ঘরের ছেলেবটে
মনটি ছিল উদার আকাশ
তারারমতো চোখে ছিলি তুই,
মন মোহিনী প্রান সজনীআষ্ঠী
সমাজ সংসার স্বার্থ নেশায়
আজও তোকে চোখে হারাইজুঁই।
মনের মাঝে লাখো নরকতোর
তোর বাপটা আরও মন্দছিল
আমার কাছে বাঁচা মরাতুই,
একলা ঘর একলা দরজাসেটে
মনের জ্বালা মনে তালাএঁটে
তাইতোআজও একা একা শুই।

ঢেউ

একটি সাহিত্য ঢেউ -
আছরে পড়ুক নীরস জীবনে
কয়েকটিশব্দের ঢেউ
মায়া চরে বসে আছি -
ক্ষুধাবেকার অশান্তি অসুখ
সুজনীসাহিত্য শিল্প দিতে পারকেউ?
ভেসে গেছি ফেঁসে গেছি -
নদী পাড় ভাঙে মনভাঙে সংসার
মনে হয় ব্যর্থ জীবনমিছে চরাচর
এখন কী করব বসেতারা খসা দিনে?
মান যশ যউবন শ্রীরাধারচরণে -
মিথ্যায়জ্বলে পুড়ে কত হবেছারখার?
আধো জনম গেলো আধিব্যাধি জ্বালা
কামিনিকাঞ্চন সুখে হইয়া উতলা -
শেষকালআছে কত দানা পানিসম্বল
মান যশ অর্থ লাভস্বপন সুধা পেয়ালা
ইচ্ছেহলে লিখ সত্য ক্ষুধাদারিদ্র জ্বালা
শব্দেরঅমৃত ঢেউ স্বর্গ সুখহইও না চঞ্চল।

A study of give and take premium's in the world

O dear look in the world with a fresh inspiration.
It is cruel and waiting for destiny of creation
You may say the nature is so beautiful -
And mother of all the creature and humans -
But life is an insurance policy -
With give and take premiums and gives thanks -
And takes nothing for guaranteed.
Hope is the stronger thing to continue the livelihood than any type of fear
Weak persons depend on faith and prayer
And which are totally invisible matter.
We pray to god for one sided expectations
It destroys our freedom of thoughts in mind -
Have you ever think on the money power sex
And also the love or respect? It is difficult -
To write and speak the best thing of these.
One day the enemies of liberty and their friends
Have to face their destiny of barbarian trends
And people have a good day with golden sunlight.

রাবণ কুম্ভকর্ণ ছড়া

হিল্লিদিল্লি ব্যাঙ্গালোর
ঘুরছেকত জুয়া চোর
বললে দাদা এ ভালোনয়।
দিদিরপায়ে মাখিয়ে তেল
মকুব হল দাদার জেল।
যুগযুগজিও দাদা লোকে কয়।
রামেরপাশে লক্ষণ থাকে দাদা
রাবণেরপাশে সহোদর কুম্বকর্ন
আয়া রাম গয়া রামদল দাস হন
এখন এই দেশের বহুগণ্যমান্য।
নিজেরলাঠি ঘুড়ি আর লাটাই
বউ বাচ্চা দিন আনিদিন খাই
ভাই বন্ধু আমরা জনসাধারণ
যে যায় ভাই ওইশ্রীলঙ্কায় ভাই
সেই জন হয়ে যানরাবণ!
হাতি যদি পিরীত করে
কয়েকগন্ডা পিপড়ে মরে
হাতি যখন ঝগড়া করে
গন্ডাকয়েক পিপড়ে মরে,
আমরা ঝগড়া করি অকারণ।

অথ নীলপদ্ম কথা

একখণ্ডজমিতে পদ্ম সরোবর
বিধাতারইচ্ছায় অমৃত হলাহল পূর্ন
পাপ চোখের নরক নেশা, অন্য দিকে
বিধাতারসৃষ্টির স্বর্গীয় আনন্দ মোহনা!
পুস্পকগন্ধমধুর সৌরভ পরাগ!
চারদিকেমৌমাছি প্রজাপতি আর
কাক শকুন উড়ছে।
শীতেররোদ্দুর মাখা মদনজ্বর ভাঙ্গা
অদ্ভুতসর্দি কাশি ক্লান্ত শরীরেভাবছি
এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মেরচরম লক্ষ্য -
ভ্রমরেরপদ্ম কলির মধু রূপঅমৃত পান
পায়েহলুদ গৈরিক পরাগ মুখেযৌবনমধু।
অস্ফুটশৈশব আগমন প্রস্থান মৃত্যুটিকেট!
সব নিশ্চিত তবু মধুর বৃন্দাবনগোপ লীলা
দধি দুগ্ধ নবনীত শ্রাবণশর্বরী ফালগুনী চাঁদ
শাউনিয়াবর্ষাধারা রূপ দুঃখ তন্বীশ্যামার
স্বর্গসুখেরআঁচলে ফুল রুপে দানকরা নেশা,
এক চিলতে ভক্ত ভগবান্দেহ মন্দির আকুতি
একটি মায়ার সংসার সৃষ্টিসুখ মর্ত্য ভালোবাসা।
লালপরীনীলপরী জান্নাতী হুরী পানির পরীবুকে,
মহামায়ামানবী রুপে অর্ঘ্য একশআট নীল পদ্ম।

আবদাল

আকাশেরমতো বুকে রাখি
লাখ তারার আলো।
অথচ নিজে থাকছি শতাব্দীর
গভীর থেকে গভীরতর আঁধারে!
আলো সন্ধান আলোকবর্ষ ধরে!
নশ্বরজীবন চলে যাওয়া নিশ্চিত
মর্ত্যপ্রীতির মাধ্যাকর্ষণ সমপ্রেম
শান্তসখ্য দাস মধুর আরবাৎসল্য
জোছনারমতো আনন্দ অশ্রু
গড়গড়করে গড়িয়ে পড়ে
গঙ্গাযমুনা ধলেশ্বরীর মতো।
যৌবনেঢেউ উঠে ফুজিয়ামার
লাভা স্রোতের মতো আবেগ।
এসব আঁকড়ে ধরে পিয়ামুখচুমি,
নিশ্চয়ঈশ্বর ডাকব মৃত্যু শিয়রে!
সব জানি বুঝি তবুসব অজানা।
মুক্তবিহঙ্গ সম উড়ে চলিহেথা হোথা
ইহ কাল পরকাল বহুদূর কথা।
জীবনেরআকাশ অসীম ও অনন্ত
আগমন প্রস্থানের হেতু নাহিক ঠিকানা!
আমিও তোমাদের মতো স্বপ্নজাল বুনি
নক্সীকাঁথারবাসর গেহ কল্পনায় সাজাই
মধুরাত, মধু বন, যেন মধুমেহরোগ।
সন্তানেরসুখ চেয়ে মানুষ দুঃখসয়ে যায়
সৃষ্টিরআদিসুখ যেন নিয়তি, মহাপ্রলয়।

ধম্ম যুদ্ধ

কারবালার কান্নায়
সকলে মুখ আর বধিরছিল
এমন কী মহান আল্লাহও দেখেছেন
সত্যের অপমৃত্যু কাক শকুনির খেলা
এতো টুকু! কতটুকু দিতে পারি?

কলমেরডগায় গোলাপ বাগিচা ময়ূরপেখম
শাল পিয়াল মাধবী লতাকামিনী পলাশ পরাগ
কলির আঁচড়ে কায়সার হ্রদজান্নাতের হুরী দেব
প্রতিকমা পূর্নকচ্ছেদে পানির পরী
আসমানেরহুরী
জ্যোৎস্নাবন উপবন স্বর্গ মর্ত্যসব কিছুই লিখে
যাব।

কেবল রাজনীতির ভয়ে লিখব নাক্ষুধা বেকারত্ব
আর
নারীরচোখের জল সন্তান হারামায়ের দুঃখ।
ঝুপড়িবসতি বাংলার চাষী যুগীতাঁতির ফসল
ব্যবসার দুঃখ
লিখব না নির্বাচন অন্তেবিরোধীর চোখে নুন
ছিটানো -
বিবাহযোগ্য কন্যা নিয়ে বৃদ্ধ বাপেরজ্বালা যন্ত্রণা
সাগর।
নতুন মরু পথে সওদাকরি প্রেমের ভিন্ন রীতি
ঠিকানা।

কলম লিখুক শুধু তুমি আর আমি মায়ার
মহাজগতের
সব টুকু অমৃত আরস্বর্গের সুধামাখা সুখের সব
কিছু
তোমার শরীর জুড়ে থাকা যৌবনঢেউ আসলে
বৈতরণী।

তোমাকে পাওয়ার অর্থ স্বর্গ পাওয়া।
বিশ্বেরযা কিছু সুন্দর -
তার সব টুকু তুমি।
শুধু লিখব তোমায় ছাড়াবাঁচব না।
নদী যেমন মোহনায় সাগরেমিলতে
পারে সুখী হয়, প্রাণ পায়।
আমিও তেমন শুধু তোমায়কাছে পেয়ে
নব জন্মলাভ করি।
কিন্তুআল্লার ইচ্ছায় এসেছি ভুবনে
মরণেরডাকে চলে যাব।

একোন নতুন নয়; তবেপৃথিবী বুকে
ফুটো ভাগ্যদাগ রাখুক
অগত্যাকলম ধরি জতুগৃহ চিত্রভবন,
পরাক্রমশৌর্য বীর্য..
সততা আরসত্য কেমন যেন
সবশয়তানদের পদানত হয়।
মাঝমাঝেপ্রশ্ন হয় আল্লাহ বড়না
শয়তান ? আগুন থেকে শয়তানজিন
জাতির জন্ম, মনুষ্যত্বআজ শয়তানের
দখলে।
হিরোশিমানাগাসাকি কুমিল্লায়ন গণ
হত্যার নরমেধযজ্ঞ।
যুদ্ধেরদামামা রণাঙ্গন ছেড়ে ঢুকে
গেছেঘরে অন্তঃপুরে।
এমন কি সকল ফুসফুসশিরা ধমনীতে
চলছে ইমিউনিটি।
মহাযুদ্ধমহা কারবালা মহাকুরুক্ষেত্র!
দাতা কর্নর একাঘনি
কিংবাঅর্জুনের গান্ডিব কেবল
শিশুপাঠ্য জড়িতধম্মজুদ্ধ !!

একটি ছোট্ট ফুলের কাহিনি

ছোট্ট একটা ফুল কুড়ি
ফুটফুটে জ্যোৎস্নায়
যেন তার সৌরভ বিচ্ছুরণকরে
বলেছিলআমায় -
দয়া করে বাসিফুলের তালিকায়
আমাকেফেলোনা !
মৌমাছিআর প্রজাপতিকে যেন সে
ভীষণ ঘৃনা করত, ফুলেফুলে বেড়ানো
মধু আর পরাগের কামনার আগুনকে
রীতি মতো ঘৃণা করতসে।
কল্পনার অলকা পুরীর বাইরে আমার
পায়েছেড়া চপ্পল মাথায় ছাতিনেই
আর নেই কোনো গডফাদার।
পদ্ম মধু আহরণ সম্ভবহয়নি কুক্ষণে
আর শুভ লগ্ন দেখে পদ্মফুল উঠে যায়
নতুন দেহ মন্দিরের দেবতারকামনায়
দুর্গন্ধমাখা মুখের গন্ধমাদন মূর্তিনিয়ে
চল্লিশবছর বিত্তসাধন ব্রত পালন করি।
আধুনিক ফ্ল্যাট গাড়ি টাকা সবকিছু আছে
কিন্তু এখন আমায় চাঁদের জ্যোছনা দেখে না
ফুল ভুল করেও পাপড়িমেলে না এমনকি
প্রজাপতি জোনাকি মৌমাছি দুরন্ত ফড়িং এসে
মেলে ধরে না তারযৌবন প্রদীপ্ত ডানা দুটি!
ফুল চাষ ফল চাষ মধু-মক্ষিকা উদ্যান পালন
বসন্তকুঞ্জে কামিনী চম্পক গোলাপযাপন
এসব কিছুই জুটেনি আমার ফুটো কপালে
নিয়মতান্ত্রিক বংশ রক্ষার চেষ্টা করেছি মাত্র।
এটুকুজানি যৌবন গলিত লাভারচেয়ে খারাপ
লাভার গ্রাসে একটু জনপদ যায় আর যৌবন?
বিপথে গেলে মানবের ত্রিভুবনে বাঁচাবড় দায়!
সত্যের পথে হয়তো ফুল বিকশিতরুপোলি কেশ
শরীরেসেই রূপ মোমের মতোগলিত আয়ুষ্কাল
আলাদাআলাদা বাসস্থান আর বসতি ঠিকানা!
তবু সকলের জীবনে প্রেমের ফুল ফুটে আর
বিয়ের বাজনা বাজে।
পুরুতবা কাজী বিয়ে দেয়
সংসারগড় গড়িয়ে চলে।
কিন্তু, এই প্রেম আবেগ!
গলিত লাভা সম কাউকে পুড়ায় আর কাউকে..
তিলে তিলে ফড়িং থেকে প্রজাপতির ডানায়
সাজায়!

এক গৃহ হীনের স্বপ্ন

একটুকু ঘুমুতে চাই
গাঢ় ঘুম নিঝঝুম!
নয়ন কাজল চুমে স্বপ্ন
সুমিষ্টস্বর্গময় ঘুম!
বুকের মাঝে দেবীর মতো
প্রেমবাজুক নূপুর ঝুম ঝুম।
জীবন দিয়েছেন মহাবিধি
দুঃখ আর দুঃখ পায় নিরবধি।
মহাকাল স্রোতে সব হয় লয়
তবু মনে হয় প্রিয়ার নূপুর ধ্বনি।
তমাল তরু কদম্ব কানন যমুনায়
একটু আদর শাঁখা চুড়িরিনি ঝিনি!
পৃথিবীর বুকে এক টুকরো মাটি
স্বাধীন নিশ্বাসে পা মেলুক শিশুটি।
স্বপ্নের গৃহ মন্দির আর বাসরঘর
বুক ফুলিয়ে ঠিকানা নাম বরাবর।
সকাল বেলায় স্নান সেরেবধূ
ভগবানেদিবে মঙ্গল অর্ঘ্য উপহার।
গ্রামবা শহরে সাধ্য মতোহে বন্ধু
ঠিকানা আশ্রয় নাও সব নাম বরাবর।

চুপ চুপ নিশ্চুপ

ঢাক বেজেছে ঢোল বেজেছে
কয়েকদিন আর মাস আগে
জিতেচে আহা বেশ করেছে
এমন বছর বছর জিততে হবে।
সেতো মামু বুঝলাম রাজার ছেলে
একলা ঘরে ফুর্তি কর দিন-রাত
পুলিশের ফাঁসে দলের ছেলেপিলে।
চলচ্ তো হে সোর্স টাকার বাজিমাত
চুপ চুপ চুপ দেয়ালের কান আছে
রাত দুপুরে মালঝাল মেয়েমদ্দ নাচে,
বুক ধুক পুক কাদি শুধু চুপ চুপ নিশ্চুপ
মাসী পিসি দাদা কাকা জল্লাদ আছে!!

পরিযায়ী ছড়া

চুখের খিদে নলেন গুড়ের
খুদ বানভাসি বন্দুকের নল
মহামারী বেকার হিংসার ফের
দেশবাসী বুঝেনা খুড়োর কল।

মনের স্বপ্ন বনের মাঝে রেখে
কায়দা করে সন্দেশখালি যাই
লোনা জল খাচ্চে খাবি সব ঝড়ে
গাঁয়ে গঞ্জের কোথাও সন্দেশ নাই।

তার আর পর নাই একটু সবুর করে
পৌষের নবান্ন খুঁজি হল্লা হুল্লা করে
লাঠি বিস্কুট পাটি সাপটা নাই ভাই
পুলিশের লাঠি ভাঙ্গে পিঠের উপরে।

হাসি কান্নার ঘর সংসার ঋণের বোঝা
বাঙালি কাঙ্গালী হল ভারত ভিতরে -
ডিগ্রী আর ট্রেনিং চাকরী নয় সহজ
চল বাবা খেটে আসি অন্ধ্র ব্যাঙ্গালোরে।

ভিনরাজ্যে পরিযায়ী কে আর দেখছে?
দিদি দেখে দাদা দেখে স্থায়ী কিছু চাই
গরীবের কান্না জানিনা কয়জন শুনছে?
ভাত দিবার ভাতার নাই কিল মারা গোঁসাই।

সুন্দরবনের সেকাল একাল

খই দই চিড়ে মুড়ি কবরী কলা
আর নেই সব শেষ।
খাঁ খাঁ করছে ধূসর ফাঁকা মাঠ
আম জাম কাঁঠাল পেঁপে নেই
বছর বছর বুল বুল আইলা ঝড়
নদীর বাঁধ ভাঙ্গা লোনা জল
এযেন অদ্ভুত এক অভিশাপ।
নদনদীমাতৃক দেশ সুন্দরবন
একটু গাঢ় জঙ্গল একটু জনপদ
নদীর বুকে একদিন ছিল অগণিত
হাঙ্গর কুমির মাছ কাকড়া সরীসৃপ
হেতাল গরান গর্জন গেওয়া অরণ্য
সুন্দর গাছ পালা অরণ্য সুন্দরবন
বৈশাখে শশা মিঠা শোল মাছ আম
জস্টির পাকা ফল ডাংগুলি গাদন
আষাঢ়ে কাঁঠাল আর ভাদ্র পাকাতাল
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা কার্তিকে কালিকা
অঘ্রানে পার্শ্বে রাস নৌকা বিলাস রাধিকা
পৌষে নবান্ন পিঠে পুলি পলাশ মহুয়া বসন্ত
চৈত্র শিবের গাজন ঝাপান আনন্দ অফুরন্ত
দুঃখে পালা নারায়ণী পূজা ইতু ভাই ফোঁটা
কত দুঃখ কত দুঃখ মানুষের পরোপকাতিতা

এমন সুন্দর দেশে মাটির কুড়ে কুড়ে ঘর -
দুঃখে সুখে বেশ ছিল গ্রামের সব ঘর সংসার
বাঁধ ভাঙ্গা জল ঝড় খরা উদ্যত বহু বন্দুক
ভেবো নাকো আমায় মস্ত এক কুনো নিন্দুক।
প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে চায় হোটেল রিসোর্ট
আর ইঞ্জিনের সাথী লুট পাট অধর্ম ব্যভিচার
সাগরের জল যেন গলিত লাভার বিধ্বংসী
ঢেউ
সমুদ্রের সাথী নদী উপত্যকার সাথী অরণ্য
আর
হাঙ্গর কুমির মাছ ঝড় বাদলার লীলা ভূমি
প্রকৃতি
বিপর্যয় যেন স্বামী হারা সহমরণ যাত্রী
কুলবালা
অনন্ত সলিল সমাধি রচনায় সে যেন কুল
নাশিনী
অনন্ত অব্যক্ত বেদনার গহন আর্তনাদ
বিপর্যয়।
এ বিপর্যয় নেমে এসে শিল্প সভ্যতার অপমৃত্যু
হবে।
মানবতার ডাক বলে দূষণ হল বিনাশ
সংরক্ষণ কর
বাঁচাও গাছ লবনাম্বু গাছ বাঁচাও নদী কূল
ভাগ অরণ্য,
বাঘ মামা শেয়াল ভাগ্নে ইদুর বাঁদর কুমির
মাছ হাঙ্গর।
সব নদী সব প্রাণী সব গাছ গাছালি বিধাতার
সংসার,
কবির মনে রেখো দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ
নগর।

একদিন হয়তো

একদিন হয়তো আমিও পেতে পারি
মুক মুখে কবিতার মতো ভাষা।
একরাশি কাশের মতো মিঠি হাসি,
ফুলের পরশ কন্টক পূর্ণ মরুদ্যনে -
খুশি আহ্লাদে পূর্ণ ভরবে খাঁ খাঁ বুক।
হায় স্বপ্ন পাখি তোমার মায়ায় -
গড়ে উঠুক প্রেম তপোবন আশ্রম
অভাব অন টন সর্বদা হুহু করে মন।
কাঙাল হৃদয় আছে বড় অবহেলায়
জনারণ্য শাসন শোষণ বঞ্চনায় -
মৌনতা ছেড়ে পাখি ডাক কুহু কুহু
বসন্ত পলাশ বকুল মালতি চম্পায়।
তারপর একদিন ওই নীল যমুনাও
বলবে সবার বাসর সঙ্ সাজা আর নয়
এসেছো ভবে যেতে হবে শ্যাম বংশী বায়।
দুয়ারে মাঝির ডাক সম্মুখে শমণ হাজির
পুণ্য কড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবে বৈতরিনি তীর।